জাহান্নাম

"হায়! আমরা যদি শুনতাম এবং অনুধাবন (জ্ঞান দিয়ে চিন্তা ভাবনা) করতাম, তবে আমরা আজ দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনে নিক্ষিপ্ত লোকদের মধ্যে শামিল হতাম না।"

(সুরা-মূলক্ ঃ ১০)

কুরআন হাদীসের আলোকে

জাহান্নামের চিত্র

সংকলনে

আবু মুসয়াব

সিরাতুল মুস্তাকিম পাবলিকেশন

৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা

বিনিময় ঃ ১০.০০ টাকা

সূচীপত্র

জাহান্নাম (الجهـــنم)

"এমন এক সময় আসা বিচিত্র নয় যখন আজ যারা (ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করতে) অস্বীকার করছে, তারা অনুশোচনা করে বলবে ঃ হায়, যদি আমরা আনুগত্যের শির নত করে দিতাম। ছেড়ে দাও এদেরকে, খানাপিনা করুক, আমোদ ফূর্তি করুক এবং মিথ্যা প্রত্যাশা এদেরকে ভুলিয়ে রাখুক। শিগগির এরা জানতে পারবে। ইতিপূর্বে আমি যে জনবসতিই ধ্বংস করেছি তার জন্য একটি বিশেষ কর্ম-অবকাশ লেখা হয়ে গিয়েছিল। কোন জাতি তার নিজের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে যেমন ধ্বংস হতে পারে না, তেমনি সময় এসে যাওয়ার পরে অব্যাহতিও পেতে পারে না।" (আল হিজর ঃ ২-৫)

যারা আজ ইসলামকে পূর্ণাঙ্গরূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে তাদের জাহান্নাম সম্পর্কে জ্ঞান থাকা উচিৎ। জাহান্নাম হচ্ছে বিচিত্র রকমের অসহনীয় যাতনার বিশাল কারাগার। জাহান্নামের আজাবের কারণে দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি দেহের মধ্যে অবস্থিত হৃৎপিন্ড, নাড়ী-ভুড়ি, শিরা-উপশিরা, অস্থিমজ্জা ইত্যাদির বিকৃতি ঘটবে কিন্তু সেই তীব্র যন্ত্রণা হতে মুক্তি পাবার অথবা পালিয়ে যাবার কোন রাস্তাও খোলা থাকবে না। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وما ادرك ما سقر ط لا تبقى ولا تذر ج لواحة للبشر ج

عليها تسعة عشر

"আর তুমি কি জানো, জাহান্নাম কি? তা শান্তিতে থাকতে দেয় না আবার ছেড়েও দেয়না। চামড়া ঝলসে দেয়। উনিশজন ফেরেশতা তার প্রহরী হবে।" (সূরা মুদ্দাস্সির ঃ ২৭-৩০)

لا يموت فيها ولا يحيى

"সে (জাহান্নামে) মরবেওনা আবার জাবিতও থাকবেনা।" (আ'লা ঃ ১৩)

اذا القو فيها سمعوا لها شهيقا وهى تفور ٭ تكاد تميز من الغيظ

"তারা (জাহান্নামীরা যখন সেখানে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার ক্ষিপ্রতার তর্জন-গর্জন শুনতে পাবে। এবং তা উত্থাল-পাতাল করতে থাকবে, ক্রোধ আক্রোশে এমন অবস্থা ধারন করবে, মনে হবে তা গোস্বায় ফেটে পড়বে।" -(সূরা মুলক ঃ ৭-৮)

اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا واذا

القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا

"জাহান্নাম যখন দূর হতে তাদেরকে (জাহান্নামীদের) দেখতে পাবে তখন তারা তার ক্রোধ ও তেজস্বী আওয়াজ (অর্থাৎ তর্জন-গর্জন) শুনতে পাবে। আর যখন তাদেরকে হাত-পা বাধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা সেখানে কেবল মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে।" -(সূরা ফুরকান ঃ ১২-১৩)

সূরা নাবায়ে বলা হয়েছে ঃ

ان جهنم كانت مرصادا ٭ للطاغين مابا ٭ لبثين فيها احقابا

"নিশ্চয় জাহান্নাম একটি ঘাঁটি। আল্লাহদ্রোহীদের জন্য আশ্রয়স্থল। সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে।" (সূরা নাবা ঃ ২১-২৩)

জাহান্নামের প্রাচীর

রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "চারটি প্রাচীর দ্বারা জাহান্নাম পরিবেষ্টিত। এর প্রতিটি প্রাচীরের প্রস্থ চল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত পথের দূরত্বের সমান।-(তিরমিযি)

অতএব, যে প্রাচীরের দূরত্ব চল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত রাস্তার সমান, কাজেই সেই প্রাচীরের দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে আলোচনা নিষ্প্রোয়োজন।

জাহান্নামের গভীরতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যদি জাহান্নামের ভেতর একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয়, তবে তা জাহান্নামের তলদেশে পৌঁছতে সত্তর বৎসর সময় লাগবে।" -(তারগীর, ইবনে হিব্বান)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ একবার আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে বসা ছিলাম। হঠাৎ আমরা একটি বিকট শব্দ শোনতে পেলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি জানো এটা কিসের শব্দ?" আমরা বললাম "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।" তিনি বললেন "এটা একটা পাথর পতিত হওয়ার শব্দ। আল্লাহ একে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছিলেন। সেটি সত্তর বৎসর চলার পর আজ জাহান্নামের তলদেশে পৌঁছেছে। এটি তারই শব্দ"-(মুসলিম)

জাহান্নামের আগুন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

"তোমাদের ব্যবহৃত আগুন, (তাপমাত্রার দিক থেকে) জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র।" সাহাবাগণ আরজ করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দহনের জন্য এ আগুনই কি যথেষ্ট নয়?" তিনি বললেনঃ "হ্যা তবুও পৃথিবীর আগুনের চেয়ে জাহান্নামের আগুন উনসত্তর গুণ বেশী দহন শক্তি সম্পন্ন।"-(বুখারী, মুসলিম)

তারগীব ওরা তারহীবের এক বর্ণনায় আছে-

"জাহান্নামীগণ যদি পৃথিবীর আগুনের সংস্পর্শে আসতো তাহলে সুখনিদ্রা এসে যেতো।" অন্য এক রিওয়াতের আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

"এক হাজার বৎসর পর্যন্ত জাহান্নামের আগুনকে উত্তাপ দেয়া হয়েছে। ফলে তা রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে। তারপর আবার এক হাজার বৎসর পর্যন্ত উত্তাপ দেয়া হয়েছে। পরে তা সাদা বর্ণ ধারণ করেছে। অতঃপর আরো এক হাজার বৎসর পর্যন্ত উত্তাপ দেয়া হয়েছে। তারপর তা কালো বর্ণধারণ করেছে। সুতরাং বর্তমানে তা গাঢ় কালো ও তমসাচ্ছন্ন।" -(তিরমিযি)

জাহান্নামের শ্রেণী বিন্যাস

لها سبعة ابوب ط لكل باب منهم جزء مقسوم

"জাহান্নামের সাতটি দরজা (স্তর) আছে। প্রত্যেকটি দরজার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দল নির্ধারিত হয়েছে।"-(সূরা আল হিজর ঃ ৪৪)

অর্থাৎ জাহান্নাম হচ্ছে পরলোকের এমন একটি বিশাল এলাকা যেখানে বিভিন্ন ধরনের শাস্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন এলাকা নির্ধারিত আছে। সেগুলোকে প্রধানতঃ সাত ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা ঃ

(১) হাবিয়া (২) জাহীম (৩) সাকার (৪) লাযা (৫) সাঈর (৬) হুতামাহ্ (৭) জাহান্নাম।

বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের অপরাধীরা শাস্তি ভোগ করবে। যেমনঃ কাফের, মুশরিক, ব্যভিচারী, সুদখোর, ঘুষখোর ইত্যাদি, সবার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন স্তরে শাস্তি নির্দিষ্ট আছে। আবার প্রত্যেকটি স্তরের অনেকগুলো ঘাঁটি আছে। যথাঃ

غساق (গাছছাক) ঃ একটি হ্রদ। যা জাহান্নামীগণের রক্ত, ঘাম ও পুঁজ ইত্যাদি প্রবাহিত হয়ে সেখানে জমা হবে।

غسلين (গিছলিন) ঃ এটা হচ্ছে জাহান্নামীদের মল-মুত্র জমা হওয়ার স্থান। জাহান্নামীরা যখন খুব ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুভব করবে তখন উপরোক্ত দু'জায়গা হতে পানাহার করতে দেয়া হবে। তাছাড়া "তীনাতুল খবল" নামক বিষ ও পুঁজে পরিপূর্ণ আরেকটি কুপের কথাও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

صــعــود (সাউদ) ঃ এটা তীনাতুল খবলের পাড়ে অবস্থিত একটি বিশাল পাহাড়।

এক শ্রেণীর জাহান্নামীদেরকে ঐ পাহাড়ের উপর উঠায়ে সজোরে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলা হবে, পুণরায় উঠানো হবে এবং ফেলা হবে এভাবে শাস্তি দেয়া হবে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

سـار هــقــه صعودا

"সহসা-ই আমি তাকে সাউদ "নামক পর্বতে চড়াবো।"

–(সূরা মুদ্দাসসির ঃ ১৭)

جب الحزن (যুব্বুল হজন) ঃ এটা জাহান্নামীদের আরেকটি ঘাঁটি। এখানে রিয়াকার ও অহংকারী লোকদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।

غى (গাই) ঃ এটা জাহান্নামের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জায়গা। কেননা "গাই" য়ের ভীতিজনক হুংকার শ্রবণে জাহান্নামের অন্যান্য স্থান প্রতিদিন 'গাই' হতে চারশত বার আশ্রয় প্রার্থনা করে।

জাহান্নামের একটি বিশেষ মাথা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে একটি বিশেষ মাথা বের হবে। তার দুটো চোখ কান থাকবে যা দিয়ে সে দেখতে ও শোনতে পাবে এবং একটি জিহ্বাও থাকবে, তা দিয়ে সে কথা বলবে। সে বলতে থাকবেঃ আমাকে তিন ব্যক্তির উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। (১) অহংকারী, বিদ্রোহী (২) যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইলাহ্ মনোনীত করেছে এবং (৩) চিত্রকর।" –(তিরমিযি)

জাহান্নামের সাপ ও বিচ্ছু

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ "জাহান্নামে বড়ো ঘাড় বিশিষ্ট উটের ন্যায় সাপ আছে। সে সাপগুলো এমন

বিষাক্ত ও ভয়ংকর যে, যদি একবার কাউকে দংশন করে তবে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তার বিষের ক্রিয়া থাকবে। আর জাহান্নামে কাঠ বহনকারী খচ্চরের ন্যায় বিচ্ছু আছে। সেগুলো যদি একবার কাউকে দংশন করে তবে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তার দংশন জ্বালা সে (জাহান্নামী) অনুভব করবে।"-(আহমদ)

আল্লাহ ও রাসূলের অস্বীকারকারীদের জন্য জাহান্নাম

وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ط وبئس المصير

"যে সব লোক তাদের রবকে অস্বীকার ও অমান্য করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। তা আবাসস্থল হিসেবে অত্যন্ত খারাপ জায়গা।"

–(সূরা মূলক ঃ ৬)

"যারা কুফুরী করেছে এবং কাফের অবস্থাই মৃত্যুবরণ করেছে তাদের উপর আল্লাহর, ফেরেশতাদের ও সমস্ত মানুষের লা'নত। এ অবস্থায় তারা (জাহান্নামে) অনন্তকাল অবস্থান করবে। তাদের শাস্তি কমানো হবে না অথবা অন্য কোন অবকাশ দেয়া হবে না।" –(সূরা বাকারাহ ঃ ১৬১-১৬২)

ان اعتدنا للكفرين سلسلا و اغللا وسعيرا

"আমরা কাফেরদের (আল্লাহ ও রাসূলের অস্বীকারকারী) জন্য শিকল, কণ্ঠকড়া ও দাউ দাউ করে জ্বলা আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি।"

–(সূরা দাহরঃ ৪)

অন্যত্র বলা হয়েছে, যারা কুফুরী করবে তাদের জান্নাতে যাওয়া ততোখানি অসম্ভব যতোখানি অসম্ভব সুচের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে উষ্ট্র প্রবেশ করা। আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

"যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছে এবং বিদ্রোহীর ভূমিকা অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য আসমানের দরজা কখনো খোলা হবে না। তাদের জান্নাতে প্রবেশ করা ততোখানি অসম্ভব যতোখানি

অসম্ভব সুইয়ের ছিদ্রপথে উটের প্রবেশ। অপরাধীদের জন্য প্রতিফল এমন হওয়াই উচিত। তাদের জন্য আগুনের শয্যা ও চাদর নির্দিষ্ট আছে। আমরা জালেমদেরকে এরকম প্রতিফলই দিয়ে থাকি।" -(সূরা আরাফ ঃ ৪০-৪১)

জ্বিন, মানুষ ও পাথর জাহান্নামের ইন্ধন হবে

"আমরা জাহান্নামের জন্য বহু জ্বীন ও মানুষ পয়দা করেছি। তাদের কাছে দিল রয়েছে কিন্তু তারা তা দিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না। তাদের চোখ আছে তবুও তারা দেখেনা, তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শুনেনা, তারা জন্তু জানোয়ারের মতো বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট। এরাই গাফেলদের অন্তর্ভূক্ত।" (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৭৯)

সূরা বাকারায় বলা হয়েছে ঃ

فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة ج اعدت للكفرين

"তোমরা জাহান্নামের ঐ আগুনকে ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যা কাফেরদের জন্য তৈরী করা হয়েছে।"-(সূরা বাকারাহ ঃ ২৪)

সূরা তাহরীমে শুধু ভয় করার কথাই বলা হয়নি বরং বাঁচার কার্যকরী পথ অনুসন্ধানের কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

"হে ঈমানদারগণ! নিজেকে এবং স্বীয় পরিবারবর্গকে সে আগুন হতে রক্ষা করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। সেখানে অত্যন্ত কর্কশ, রুঢ় ও নির্মম স্বভাবের ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে। যারা কখনো আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না। যে হুকুমই তাদেরকে দেয়া হোক না কেনো তা ঠিক ঠিক ভাবে পালন করে।"-(সূরা আত-তাহরীম ঃ ৬)

এখন প্রশ্ন হতে পারে মানুষ ও জ্বীনকে জ্বালানো হবে এটা যুক্তিসংগত। কারণ তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন এবং তার প্রয়োগের স্বাধীনতাও দিয়েছেন কিন্তু পাথরতো জড়ো পদার্থ, তাদেরকে কেন পুড়ানো হবে?

এর উত্তর হচ্ছে, দু'টি কারণে পাথরকে পোড়ানো হবে।

এক ঃ যেহেতু মুশরিকগণ পাথরের মূর্তি তৈরী করে তার পূজা-আর্চনা করে এবং বলে যে, এরা আমাদেরকে সেদিন সুপারিশ করে বাঁচিয়ে দেবে। তাই তাদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে তাদের সাথেই সে সব পাথরের মূর্তিগুলোকে পুড়ানো হবে। যেনো মুশরিকগণ বুঝতে পারে ঐ সব পাথর নিজেকে রক্ষা করার সামর্থ পর্যন্ত রাখেনা কাজেই কি করে তাদের মুক্তির জন্য সুপারিশ করতে পারে।

দুই ঃ আগুনে পাথর পুড়ালে আগুনের তাপমাত্রা আরও বহুগুণ বেড়ে যায়। তাই যেহেতু কাফেরদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়াই আল্লাহর ফায়সালা তাই আগুনের তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্য পাথর পুড়ানো হবে। (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন।)

জাহান্নাম কাকে আহবান করবে?

تدعوا من ادبر وتولى ۷ وجمع فاوعى

"জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে আহবান করবে, যে সত্য ও সুন্দর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো এবং তা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলো। আর যে ধন-সম্পদ (আল্লাহর পথে ব্যয় না করে) জমা করতো এবং তা আকঁড়ে ধরে থাকতো।" -(সূরা মাআরিজ ঃ ১৭-১৮)

তাফসীরে ইবনে কাসীরে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ বন্য প্রাণী যেমনিভাবে তার খাদ্য অনুসন্ধান করে নেয় ঠিক তেমনিভাবে জাহান্নাম হাশরের মায়দান থেকে দুষ্ট লোকদেরকে এক এক করে খুঁজে নেবে।

অবশ্য অন্য হাদীসে আছে- "সেদিন জাহান্নামের সত্তর হাজার লাগাম থাকবে এবং প্রতিটি লাগাম ৭০ হাজার করে ফেরেশতা ধরে রাখবে।" -(মুসলিম)

অন্য রিওয়ায়েতে অতিরিক্ত আছে যে, আল্লাহ্ না করুন, যদি সে সময় ফেরেশতাগণ লাগাম ছেড়ে দেয় তবে সে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার থাবায় টেনে নেবে। চাই সে সৎ হোক কিংবা অসৎ হোক। -(তারগীব ওয়া তারহীব)

জাহান্নামীদেরকে গ্রাস করে জাহান্নাম তৃপ্ত হবে না

يــوم نــقــول لــجهنم هل امتــلات وتــقول هل من مزيد

"আমি সেদিন (জাহান্নামীদেরকে ভর্তি করার পর) জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবোঃ তুমি কি পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছো? জাহান্নাম বলবেঃ আরো আছে কি?" (সূরা ক্বাফ ঃ ৩০)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

"জাহান্নামে জাহান্নামীদেরকে অনবরতো ফেলা হবে। আর জাহান্নাম বলতে থাকবে, আরো আছে কি? সমস্ত জাহান্নামীদেরকে নিক্ষেপ করার পরও জাহান্নাম পরিতৃপ্ত হবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের মধ্যে তাঁর কুদরতী কদম রাখবেন। ফলে জাহান্নাম সংকোচিত হয়ে যাবে। আর বলতে থাকবেঃ ব্যস, ব্যস! আপনার উযযত ও অনুগ্রহের শপথ করে বলছি। আমার আর প্রয়োজন নেই।"-(বুখারী, মুসলিম)

জাহান্নামীরা ভয়াবহ আজাবের সম্মুখীন হবে

"(নির্দেশ দেয়া হবে) ধরো এবং গলায় ফাঁস লাগিয়ে দাও। অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। আর সত্তর হাত দীর্ঘ শিকল দিয়ে ভালোভাবে বেধে দাও। নিশ্চয় সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না। এবং মিসকীনকে আহার্য দিতে উৎসাহিত করত না। (বলা হবে) আজ তার সহানুভূতিশীল সহমর্মী কোন বন্ধুই নেই।" -(সূরা আল হাক্কাহ ঃ ৩০-৩৫)

সূরা মুরসালাতে বলা হয়েছে ঃ

انطلقوا الى ظل ذى ثــلــث شعب ۷ لاظـــلــيل ولا يغنى

من الــلهــب ۸ انــها تــرمــى بــشــرر كــالقــصر

"(জাহান্নামীদেরকে বলা হবে) চলো, সে ছায়ার দিকে যা তিনটি শাখা বিশিষ্ট। যেখানে না (শীতল) ছায়া আছে আর না আগুনে লেলিহান শিখা হতে রক্ষাকারী কোন বস্তু। সে আগুন প্রাসাদের ন্যায় বিরাট স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে। তা এমনভাবে লাফাতে থাকবে, দেখলে মনে হবে যেন হলুদ বর্ণের উট।" (সূরা মুরসালাত ঃ ৩০-৩৩)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اذ الاغلل فى اعناقهم والسلسل ط يسحبون ۷

فى الحميم ۷ ثم فى النار يسجرون

"যখন তাদের গলায় শিকল ও জিঞ্জির লাগানো হবে, তখন তা ধরে টগবগ করে ফুটন্ত পানি দিয়ে টানা হবে এবং পরে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।"-(সূরা আল-মুমিনঃ ৭১-৭২)

"আর আল্লাহদ্রোহী লোকদের নিকৃষ্ট পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানে তারা (অনন্তকাল) জ্বলবে। এটা অত্যন্ত খারাপ স্থান। প্রকৃতপক্ষে এ তাদের জন্যেই। অতএব সেখানে তারা স্বাধ গ্রহণ করবে টগবগ করা ফুটন্ত পানি, পুঁজ, রক্ত এবং এ ধরনের আরো অনেক কষ্টের।"(ছোয়াদ ঃ ৫৫-৫৮)

"তাদের (জাহান্নামীদের) মাথার উপরে তীব্র গরম পানি ঢেলে দেয়া হবে, ফলে তাদের পেটের মধ্যে অবস্থিত সকল বস্তু ও চামড়া (সাথে সাথে) গলে যাবে এবং তাদের জন্য লোহার ডান্ডা থাকবে। যখনই তারা শ্বাসরোধক অবস্থায় জাহান্নাম হতে বের হবার চেষ্টা করবে তখনই তাদেরকে প্রতিহত করা হবে এবং বলা হবে দহনের শাস্তি ভোগ করতে থাক।"(হজ্জ ঃ ১৯-২২)

তবে অপরাধের পরিমাণ অনুযায়ী তাদেরকে সেখানে শাস্তি দেয়া হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

জাহান্নামীদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকবে, আগুন যাদেরকে টাখনু পর্যন্ত স্পর্শ করবে। আবার কিছু লোক থাকবে, আগুন যাদের হাটু পর্যন্ত

স্পর্শ করবে। আবার কারো কারো কোমর পর্যন্ত স্পর্শ করবে। কিছু লোক এমনও থাকবে আগুন যাদেরকে কণ্ঠনালী পর্যন্ত পুড়াবে।-(মুসলিম)

জাহান্নামে যাদেরকে কম শাস্তি দেয়া হবে

ঐ সমস্ত জাহান্নামী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যাদেরকে সব চেয়ে কম শাস্তি দেয়া হবেঃ

"জাহান্নামে সবচেয়ে কম শাস্তি দেয়া হবে তাকে, যাকে এক জোড়া আগুনের চপ্পল পরানো হবে এবং তার ফিতা দুটোও হবে আগুনের তৈরী। এতেই তার মগজ এমনভাবে ফুটতে থাকবে, যেভাবে চুলোর উপরে ডেকচীতে পানি ফুটে। সে মনে করতে থাকবে, জাহান্নামে এর চেয়ে কঠিন আজাব আর কারো হয়না।"-(বুখারী, মুসলিম)

অন্য হাদীসে আছে ঃ

জাহান্নামীদের মধ্যে সর্বপেক্ষা কম আজাব হবে আবু তালিবের। তাকে মাত্র এক জোড়া জুতা পরানো হবে, এতেই তার মগজ গলে গলে পড়তে থাকবে।-(বুখারী)

জাহান্নামীদের আকার আকৃতির বিস্তৃতি ঘটিয়ে আজাব দেয়া হবে

পৃথিবীর মতো এতো সুন্দর চেহারা বা আকার আকৃতি জাহান্নামীদের থাকবে না। সেদিন তাদের চেহারাকে বিকৃতি ও কুৎসিত করে দেয়া হবে।

والذين كسبوا السيات جزاء سيئة بمثلها ۙ وترهقهم ذلة ؕ مالهم من الله من عاصم ۚ كانما اغشيت وجوههم قطعا من اليل مظلما ؕ

"যারা খারাপ কাজ করবে তাদের পরিণতিও অনুরূপ খারাপ হবে। অপমান লাঞ্চনা তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখবে। আর আল্লাহর আজাব থেকে

কেউ তাদেরকে রক্ষা করবে না। তাদের মুখমন্ডল যেন তমসাচ্ছন্ন রাতের তিমিরে আচ্ছাদিত।" –(সূরা ইউনুস ঃ ২৭)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

تلفح وجوههم النار وهم فيها كلحون

"আগুন তাদের মুখ মন্ডলকে চেটেচেটে খাবে এবং তাদের চেহারাগুলো হবে বীভৎস।"-(সূরা মুমিনুন ঃ ১০৪)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ "জাহান্নামী কোন ব্যক্তিকে যদি পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হতো তবে তার বীভৎস চেহারা দেখে এবং গায়ের দুর্গন্ধে পৃথিবীবাসী মারা যেতো।" একথা বলে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।–(তারগীব ওয়া তারহীব)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

"নিশ্চয়ই (জাহান্নামে) কাফিরদের চামড়া বিয়াল্লিশ গজ পুরু হবে এবং এক একটি দাঁত উহুদ পাহাড়ের সমান হবে। জাহান্নামে একজন জাহান্নামী যে স্থান জুড়ে অবস্থান করবে তা মক্কা হতে মদীনার দূরত্বের সমান।" -(তিরমিযি)

অন্য হাদীসে আছে-

"জাহান্নামে কাফিরদের দু'কাধের মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে, একজন অশ্বারোহী তিনদিন পথ চলে যতোদূর যেতে পারে ততোটুকু।"-(মুসলিম) "জাহান্নামে কাফিরদের জিহবাকে এক থেকে দু ফারসাখ (তিন মাইল) দীর্ঘ করে দেয়া হবে যার উপর লোক চলাচল করবে।" (আহমদ, তিরমিযি)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন ঃ "আমার উম্মতের কোন কোন ব্যক্তিকে জাহান্নামে এতো বিশাল আকৃতির করে দেয়া হবে যে, একাই সে জাহান্নামের একটি কোনকে পূর্ণ করে দেবে।"

-(তারগীব ওয়া তারহীব)

জাহান্নামের শাস্তির যে ধরন, তা পুরোপুরি অনুভব করতে হলে দৈহিক আকার আকৃতির পরিবর্তনের প্রয়োজন, এটা স্বাভাবিক জ্ঞান ও বুদ্ধির

দাবী। আকার আকৃতি যতো বড়ো হয় শাস্তির তীব্রতাও ততো বেশী অনুভূত হয়। যেমন একটি মশাকে কোন কঠিন শাস্তি দেয়া যায় না, কিন্তু একটি বিড়াল, ছাগল অথবা তার চেয়ে বড়ো কোন প্রাণীকে ইচ্ছেমতো যে কোন শাস্তি দেয়া যায়। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ্ও পাপীদেরকে আকার আকৃতি বৃদ্ধি করে দেবেন, যেনো আল্লাহর শাস্তি পুরোপুরি ভোগ করতে পারে।

জাহান্নামীদের চোখের পানি

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

"হে মানুষ! তোমরা কাঁদো। যদি পারো তবে কান্নার চেষ্টা করো। কেননা জাহান্নামীরা জাহান্নামে বসে এতো বেশী কাঁদবে যে, তাদের গন্ডদ্বয়ে নালার সৃষ্টি হবে। কাঁদতে কাঁদতে তাদের চোখের পানি শেষ হয়ে যাবে। অবশেষে রক্ত ঝড়তে থাকবে এবং ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাবে। এতো অধিক পরিমাণে পানি ও রক্ত প্রবাহিত হবে যে, তাতে নৌকা ছেড়ে দিলে অনায়াসে তা চলতে থাকবে।"-(শরহে সুন্নাহ)

গায়ের চামড়া পরিবর্তন করে জ্বালানো হবে

كلما نضجت جلودهم بدلنهم جلودا غيرها

ليذوقوا العذاب ط ان الله كان عزيزا حكيما

"যখন তাদের দেহের চামড়া আগুনে পুড়ে গলে যাবে,তখন (সাথে সাথে) সেখানে অন্য চামড়া সৃষ্টি করে দেবো; যেনো তারা আজাবের স্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে। বস্তুত আল্লাহ বড়োই শক্তিশালী এবং নিজের ফায়সালাসমূহ কার্যকরী করার কৌশল খুব ভালো করেই জানেন।"

-(সূরা নিসা ঃ ৫৬)

চামড়া পরিবর্তন করা হচ্ছে এবং পুড়ে যাচ্ছে, পুনরায় আবার তা তৈরী হচ্ছে এ অনুভূতি কখনো জাহান্নামীদের থাকবে না। কেননা (পৃথিবীতে) যদি কোন বস্তু প্রতি সেকেন্ডে দশবার পর্যন্ত পরিবর্তন হয় তবে তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু কোন বস্তু যদি প্রতি সেকেন্ডে দশবারের বেশী পরিবর্তন হয় তবে তা আমরা উপলব্ধি করতে পারিনা। বরং ঐ বস্তুকে স্থির দেখি। যেমন বিদ্যুত এর বাতি। বিদ্যুৎ প্রতি সেকেন্ডে পঞ্চাশ বার দিক পরিবর্তন করে অর্থাৎ একটি বাতি প্রতি সেকেন্ডে পঞ্চাশ বার নিভে এবং জ্বলে। কিন্তু আমরা সব সময় বাতি জ্বলা অবস্থায় দেখি, কারণ যেহেতু সেকেন্ডে দশবারের বেশী দিক পরিবর্তন হচ্ছে তাই আমরা বাতিকে স্থির দেখি। তদ্রূপ জাহান্নামীদেরকে প্রতি সেকেন্ডে কয়েকশবার চামড়া পরিবর্তন করা হবে কিন্তু জাহান্নামীগণ মনে করবে, সেই পুরানো চামড়াই শরীরে আছে এবং তা অবিরাম পুড়ে চলছে।

জাহান্নামীরা ছায়ার মধ্যে থাকবে

فى سمـــوم و حمـــيم ٧ وظل من يحـــموم ٧ لابارد و لا كـــريم

"তারা গরম বাস্প, টগবগ করা ফুটন্ত পানি এবং কালো ধুঁয়ার ছায়ার মধ্যে থাকবে। তা কখনো না ঠান্ডা হবে, না শান্তি দায়ক।"

-(সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৪২-৪৪)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে,কালো বর্ণের আগুনে জাহান্নামীদেরকে নিক্ষেপ করা হবে। তাই যখন তারা সেখানে প্রবেশ করবে তখন চারদিকে অসহ্য তাপ ও ধুঁয়ার মতো ঘোলাটে অন্ধকার থাকবে। এ অবস্থার কথাই উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে।

জাহান্নামীদের খাদ্য ও পানীয়

ان شــجرت الزقــوم ۙ طعام الاثــيم ۚ كالمهــل ۚ

يــغلى فــى البــطون ۙ كغــلى الحمــيم

"যাক্কুম গাছ জাহান্নামীদের খাদ্য হবে; তিলের তেলচিটের মতো। পেটে এমনভাবে উথলে উঠবে যেমন টগবগ করে ফোটা পানি উথলে উঠে।"- (সূরা দোখান ঃ ৪৩-৪৬)

ثــم ان لــهم علــيها لشــوبا مــن حميم ۚ

"অতঃপর পান করার জন্য তাদের ফুটন্ত পানি দেয়া হবে।" (ছাফফাত ঃ৬৭)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

لاكــلون مــن شــجر من زقــوم ۙ فــمالئون منها البطون ۚ

فــشربون عــليه من الحــميم ۚ فــشربــون شــرب الهيم ط

"অবশ্যই তারা যাক্কুম গাছের খাদ্য খাবে। ওগুলোর দ্বারাই পেট ভর্তি করবে। আর উপর হতে টগবগ করে ফুটন্ত পানি পিপাসা কাতর উটের ন্যায় পান করবে।"-(সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৫২-৫৩)

যাক্কুম, Cactus জাতীয় গাছ। আরবের তিহামা অঞ্চলে এ গাছ জন্মে। এর স্বাধ তিক্ত এবং গন্ধ অসহ্য। ঐ গাছ ভাঙ্গলে দুধের মতো সাদা কস বের হয়, যা গায়ে লাগলে সাথে সাথে ফোস্কা পড়ে ঘা হয় এবং গা ফুলে উঠে। আগেই বলা হয়েছে পৃথিবীর সাথে আখিরাতের কোন বস্তুর নামের মিল থাকলেও মূলত ঐ দু'ই বস্তু এক নয়। পৃথিবীর যাক্কুম গাছের তুলনায় আখিরাতের যাক্কুম গাছ আরও নিকৃষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ "যদি যাক্কুমের এক বিন্দু পৃথিবীতে

পড়ে তবে তা সারা বিশ্বের প্রাণীকুলের আহার্য্য বস্তুকে বিকৃত করে ফেলবে।"-(তিরমিযি)

কুরআনে হাকিমে বলা হয়েছেঃ "আল্লাহর কসম! যদি এক ফোটা যাক্কুম পৃথিবীর নদ নদীতে ফেলা হয়, তবে তা পৃথিবী বাসীর সমস্ত খাদ্য দ্রব্যকে পয়মাল করে দেবে।"

যাক্কুম গাছের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেনঃ

انهـــا شــجرة تــخرج فى اصـــل الجـــحيم طــلعها
كانـــه رءوس الشـــيطـــين

"তা এমন একটি গাছ-যা জাহান্নামের তলদেশ হতে বের হয়। তার ছড়াগুলি এমন, যেনো শয়তানগুলোর মাথা (?)"

"শয়তানগুলোর মাথা" এ কথাটা রূপক দৃষ্টান্ত। যেমন আমরা কারো চেহারা ফর্সা দেখলে বলি একেবারে পেত্নীর মতো দেখতে। ঠিক এমনি একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে শয়তানের মাথার দৃষ্টান্ত। এ যে অত্যন্ত অরুচিকর, অখাদ্য, কুখাদ্য তা বুঝানোই হচ্ছে উক্ত আয়াতের অভিপ্রায়।

সূরা গাশিয়ায় বলা হয়েছে ঃ

تـــسقـــى مـــن عيـــن انية ۝ ليـــس لهم طعام الا من
ضريع ۝ لا يســـمن ولا يغـــنى من جـــوع ۝

"তাদেরকে ফুটন্ত কুপের পানি পান করানো হবে। কাঁটা যুক্ত শুষ্ক ঘাস ছাড়া আর কোন খাদ্য তাদের জন্য থাকবে না। তা দেহের পুষ্টি সাধন করবে না এবং তাতে ক্ষুধারও উপশম হবে না।"-(সূরা গাশিয়া ঃ ৫-৭)

সে পানি শুধুমাত্র গরম ও ফুটন্তই হবে না বরং তা তামা বা কঠিন ধাতুকে তাপ প্রয়োগে তরল করা হলে, সেই উত্তপ্ত তরলের মতো 'রশাদ হচ্ছেঃ

وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى

الوجوه ط بئس الشراب ط وساءت مرتفقا

"তারা পানির আকাংখা করলে গলিত ধাতুর ন্যায় পানি সরবরাহ করা হবে। যা তাদের মুখমন্ডলকে ঝলসে দেবে। এটা কতো নিকৃষ্ট পানীয় এবং জাহান্নাম কতোই না নিকৃষ্ট স্থান।"-(সূরা কাহাফ ঃ ২৯)

فقطع امعاءهم

"(সে পানি পান করা মাত্র) তা তাদের নাড়ি ভুড়িকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে।"-(সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৫)

আরো বলা হয়েছে ঃ

لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ۙ الا حميما و غساقا

"সেখানে ঠাণ্ডা ও পানোপযোগী কোন বস্তুর স্বাদ তারা পাবে না। যদিও বা কিছু পায় তা হচ্ছে উত্তপ্ত গরম পানি ও দুর্গন্ধযুক্ত মিশ্রিত রক্ত।" -(সূরা নাবা ঃ ২৪-২৫)

সূরা ইব্রাহীমে বলা হয়েছে ঃ

ويسقى من ماء صديد ۙ يتجرعه ولايكاد يسيغه

و ياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ط

"আর গলিত পুঁজ পান করানো হবে যা সে অতিকষ্টে গলধঃকরণ করবে এবং তা গলধঃকরণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। চতুর্দিক থেকে মৃত্যু যন্ত্রণা তাকে গ্রাস করে নেবে কিন্তু তবুও তার মৃত্যু হবে না।" (সুরা ইব্রাহিমঃ১৬-১৭)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যদি সেই দুর্গন্ধময় পুঁজ এক বালতি পৃথিবীতে ফেলে দেয়া হতো তবে তা গোটা পৃথিবীকে দুর্গন্ধে অতিষ্ট করে তুলতো।" -(তিরমিযি)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেনঃ "জাহান্নামীদের ভীষণ ক্ষুধা পাবে তাই তারা খাদ্যের জন্য ফরিয়াদ করবে। তখন তাদেরকে 'দরী' জাতীয় খানা পরিবেশন করা হবে। যা তাদের ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করবে না এবং তাদের পুষ্টিও বাড়াবে না। তারা পুণরায় খাদ্যের জন্য ফরিয়াদ করবে। অতঃপর তাদেরকে এমন খাদ্য দেয়া হবে। যা তাদের গলায় আটকে যাবে। তারা সেগুলো বের করার চেষ্টা করবে। তখন মনে হবে পৃথিবীতে এমতাবস্থায় পানীয় দ্রব্য দ্বারা আটকে যাওয়া বস্তু বের করা যেতো। কাজেই তখন তারা পানি চাবে। ফুটন্ত পানি লৌহনির্মিত পায়খানার পাত্রে রেখে তাদের সামনে পেশ করা হবে। যখন তা তাদের মুখের কাছাকাছি নেয়া হবে তখন তাদের মুখমন্ডল ঝলসে যাবে। আর যখন সে পানি পাকস্থলীতে প্রবেশ করবে তখন পেটের সমস্ত নাড়িভূড়ি ছিন্নভিন্ন করে দেবে।"-(মিশকাত)

জাহান্নামীরা জান্নাতীদের নিকট খাদ্য ও পানীয় চাবে

ونادى اصحب النار اصحب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله ط قالوا ان الله حرمهما على الكفرين

"জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদের সামান্য পানি দাও কিংবা আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা হতে কিছু আমাদের দিকে নিক্ষেপ করে দাও। জবাবে জান্নাতীগণ বলবেঃ আল্লাহ তা'আলা এ দুটো বস্তুই কাফেরদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।"

(সূরা আ'রাফ ঃ ৫০)

উল্লেখিত আয়াত হতে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবী যেমন স্থান কাল ও পাত্রের দ্বারা সীমাবদ্ধ কিন্তু আখিরাত স্থান-কালের সীমাবদ্ধতার উর্দ্ধে।

কেননা জান্নাতের পরিধি যেমন বিশাল ঠিক তেমনিভাবে জাহান্নামের পরিধিও বিশাল। তবুও এ দু'প্রান্ত থেকে একজন অপরজনের অবস্থা অবলোকন করতে পারবে এবং পরস্পর কথাও বলবে, তাতে তাদের দৃষ্টিপাত কণ্ঠস্বরে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে না।

জাহান্নামীরা আফসোস করবে

জাহান্নামীদেরকে যখন ফেরেশতারা এক হাতে চুলের মুঠি এবং অন্য হাতে পা ধরে চ্যাংদোলা করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে নিয়ে যাবে, তখন জাহান্নামের পাহারাদারগণ জিজ্ঞেস করবেঃ তোমাদের কাছে কি কোন সুসংবাদ দাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারী পৌছেনি? তখন কাফেরগণ বলবেঃ হ্যাঁ, পৌছেছিলো কিন্তু আমরা তাদেরকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতাম এবং মিথ্যা মনে করতাম। তখন আফসোস করবে এবং বলবেঃ

لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فى اصحب السعير

"হায়! আমরা যদি শুনতাম এবং অনুধাবন (জ্ঞান দিয়ে চিন্তা ভাবনা) করতাম, তবে আমরা আজ দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনে নিক্ষিপ্ত লোকদের মধ্যে শামিল হতাম না।" (সূরা মূলক ঃ ১০)

সূরা আন আমে বলা হয়েছেঃ

و لو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا

يليتنا نرد ولا نكذب بايت ربنا ونكون من

المؤمنين

"হায়! সে সময়ের অবস্থা যদি তুমি দেখতে পারতে, যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে; তখন তারা বলবেঃ হায়! আমরা যদি দুনিয়ায় আবার ফিরে যেতে পারতাম এবং সেখানে আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা মনে না করতাম, আর ঈমানদার লোকদের মধ্যে শামিল হতে পারতাম।" (সূরা আনআম ঃ ২৭)

তাদের এ আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হয়ে যাবে। আল্লাহ্ সরাসরি তাদের কথাকে প্রত্যাখান করবেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

و لـــو ردوا الـــعادوا لـــما نـــهوا عـــنه وانـــهم لكذبون

"তাদেরকে যদি পূর্ববর্তী জীবনের দিকে ফিরিয়েও দেয়া হয়, তবুও তারা সে সব কাজই করবে যা হতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। তারা তো সবচেয়ে বড়ো মিথ্যাবাদী।" –(সূরা আনআম ঃ ২৮)

সূরা যুমারে বলা হয়েছে– "যে সব লোক কুফরী করেছিলো তাদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছবে তখন তার (অর্থাৎ জাহান্নামের) দরজাগুলো খোলা হবে এবং তার কর্মচারীরা তাদেরকে বলবেঃ তোমাদের নিকট তোমাদের নিজেদের মধ্যে এমন কোন রাসূল কি আসেনি, যে তোমাদেরকে তোমাদের রবের আয়াতসমূহ শুনিয়েছে এবং তোমাদেরকে এ বলে ভয় প্রদর্শন করেছেন যে, এ দিনটি অবশ্যই একদিন তোমাদেরকে দেখতে হবে?"

তারা বলবেঃ

بلى ولـــكن حقـــت كـــلمة العـــذاب عـــلى الكـــفرين

"হ্যাঁ এসেছিলো! কিন্তু আজাব হওয়ার ফায়সালা কাফেরদের ভাগ্যলিপি হয়ে গিয়েছে।–(সূরা যুমার ঃ ৭১)

মানুষ যখন হতাশ ও পেরেশান হয়ে যায় তখনই তার মুখ দিয়ে হতবাক কথা বের হয়। উপরোক্ত দৃষ্টান্তটি তার নমুনা।

অপরাধীরা পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাবে

قـــالوا ربـــنا امـــتنا اثـــنتيـــن واحيـــيتـــنا اثـــنتـــيـــن
فاعـــترفـــنا بـــذنوبـــنا فهـــل الـــى خـــروج من سبـــيل

"তারা বলবে হে আমাদের রব! তুমি নিশ্চয়ই আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু ও দু'বার জীবন দান করেছো। এখন আমরা আমাদের অপরাধসমূহ স্বীকার করে নিচ্ছি। এখান (জাহান্নাম) থেকে বের হবার কোন পথ আছে কি?"(সূরা আল মু'মিন ঃ ১১)

দু'বার মৃত্যু এবং দু'বার জীবন দান অর্থ-মানুষ অস্তিত্বহীন ছিলো অর্থাৎ মৃত্যু ছিলো, আল্লাহ জীবন দান করেছেন। আবার মৃত্যু দেবেন এবং পুনরায় কিয়ামতের দিন জীবিত করে উঠাবেন। এ কথা কয়টি স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সূরা বাকারায় স্পষ্ট করে বলেছেন ঃ

كـيف تـكفـرون بـالله وكـنـتم امـواتا

فاحـيـاكـم ج ثـم يمـيتـكم ثـم يحيـيكم ثـم الـيه

تـرجـعون

"তোমরা আল্লাহর সাথে কেমন করে কুফুরী করতে পারো! অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন-মৃত্যু, তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন। আবার মৃত্যু দেবেন এবং পুনরায় জীবন দান করে উঠাবেন। তারপর তার দিকেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।"-(সূরা বাকারাহ ঃ ২৮)

অপরাধীরা প্রথম তিনটি অবস্থা অবিশ্বাস করতো না, কেননা এ তিনটি অবস্থা তাদের চোখের সামনেই ঘটতো। কিন্তু শেষাবস্থা তারা প্রত্যক্ষ করতে পারেনি বলে উপহাস করে উড়িয়ে দিতো। কেননা শেষ অবস্থার খবর একমাত্র নবী রাসূলগণই দিয়েছেন। কিয়ামতের দিন কার্যত যখন এ অবস্থা ঘটে যাবে তখন তারা স্বীকার করবে এবং কাকুতি মিনতি করবে পৃথিবীতে পুণরায় ফিরে আসার জন্য।

সূরা ফাতির এ বলা হয়েছে ঃ

وهـم يـصـطـرخون فـيها ج ربـنا اخـرجـنا

نــعــمل صــالحا غــير الــذى كــنا نــعمــل ط

"সেখানে (জাহান্নামে)তারা চিৎকার করে বলবেঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে এখান হতে বের করে নাও, যেনো আমরা নেক আমল করতে পারি। সে আমল থেকে ভিন্নতর যা আমরা পূর্বে করছিলাম।"(ফাতির ঃ ৩৭)

অতঃপর তাদেরকে প্রতি উত্তরে বলা হবে ঃ

او لم نعــمركم ما يتــذكر فــيــه من تــذكر

وجــاءكـــم الــنذير ط فذوقوا فما للــظلمــين من

نصــير ع

"আমরা কি তোমাদেরকে এমন বয়স দান করিনি যে, শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতে? আর তোমাদের নিকট সতর্ককারীও এসেছিলো। এখন (আজাবের) স্বাদ গ্রহণ করো। এখানে জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।" -(সূরা ফাতির ঃ ৩৭)

আত্মীয় স্বজন ও দুনিয়ার সব মানুষকে বিনিময় দিয়ে হলেও জাহান্নামীরা বাঁচতে চাবে :

"সেদিন অপরাধীরা চাবে তার সন্তান, স্ত্রী, ভাই এবং সাহায্যকারী নিকটবর্তী পরিবার এমনকি দুনিয়ার সব মানুষকে বিনিময় দিয়ে হলেও নিজেকে আজাব থেকে বাঁচিয়ে নিতে।"-(সূরা আল মায়ারিজ ঃ ১১-১৪)

সূরা আল মু'মিনুনে বলা হয়েছেঃ

فــلا انــساب بــينهم يــومئذ ولا يتــــساءلــون

"তখন তাদের মধ্যে আর কোন আত্মীয়তা থাকবে না, এমনকি পরস্পর দেখা হলেও (কেউ কাউকে) জিজ্ঞেস করবে না।" (আল মুমিনুনঃ ১০১)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

ولا يسئل حميم حميما

"সেদিন কোন প্রাণের বন্ধু অপর প্রাণের বন্ধুকে জিজ্ঞেসও করবে না।"–(সূরা আল মায়ারিজ ঃ ১০)

প্রত্যেক জাহান্নামী দল পূর্ববর্তী দলকে দোষ দেবে

كلما دخلت امة لعنت اختها ط حتى اذا اداركوا فيها جميعا لا قالت اخرهم لاولهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار ط قال لكل ضعف ولكن لاتعلمون

"প্রত্যেকটি দল যখনই জাহান্নামে প্রবেশ করবে, নিজের সঙ্গের দলটির উপর অভিশাপ দিতে দিতে অগ্রসর হবে। শেষ পর্যন্ত সকলেই যখন সেখানে সমবেত হবে, তখন (প্রত্যেক) পরবর্তী লোক পূর্ববর্তী লোকদের সম্পর্কে বলবেঃ হে আমাদের রব! এ লোকেরাই আমাদেরই বিভ্রান্ত করেছে। এখন তাদেরকে আগুনে (আমাদের চেয়ে) দ্বিগুণ শাস্তি দাও। আল্লাহ বলবেন ঃ সকলের জন্যই দ্বিগুণ আজাব কিন্তু তোমরা তা বুঝবে না।"(আ'রাফ ঃ ৩৮)

সকলের জন্যই দ্বিগুণ আজাব একথার তাৎপর্য হচ্ছে ঃ অপরাধীরা সর্বদাই নিজে অপকর্ম করে এবং অন্যদের করতে উৎসাহ দেয়। যেহেতু প্রতিটি অপকর্মই বাহ্যিক চাকচিক্যময় তাই তার উৎসাহে বিপুল সংখ্যক লোক সাড়া দেয়। আবার তাদের দেখাদেখি পরবর্তীতে আরেক দল অপরাধ প্রবণ হয়ে যায়। এমনি করে ধারাবাহিকভাবে একের পর এক

অপরাধীদের দল কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। সত্যি কথা বলতে কি, প্রত্যেকটি দলই পূর্ববর্তী দলকে অনুসরণ করেই অপরাধ প্রবণতায় জড়িয়ে পড়ে এবং অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয়। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক দলকেই দ্বিগুণ শাস্তি দেবেন। কারণ একদিকে যেমন তারা পূর্ববর্তী দলের অনুসারী অপরদিকে তারা তাদের পরবর্তী দলের পথ প্রদর্শক।

এ কথাগুলোই আল্লাহ পবিত্র কালামে অন্যভাবে বলেছেন ঃ

الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمت الى النور ط
والذين كفروا اوليئهم الطاغوت لا يخرجونهم من النور الى
الظلمت

"আল্লাহ ঈমানদারদের বন্ধু। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে পথ দেখান এবং কাফেরদের বন্ধু তাগুত (অর্থাৎ আল্লাহদ্রোহী শক্তি)। তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে পথ দেখায়।"

(সূরা বাকারাহ ঃ ২৫৭)

অনুসারীগণ নেতাদের শাস্তি দাবী করবে

وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا
السبيلا ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم
لعنا كبيرا

"(যখন জাহান্নামীদেরকে আগুনে পুড়ানো হবে) তখন তারা বলবেঃ হে আমাদের রব! আমরা আমাদের সরদার ও নেতাদের আনুগত্য করেছি, তারা আমাদেরকে সঠিক সরল পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। হে রব! এ লোকদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদের উপর কঠিন অভিশাপ বর্ষণ করো।"-(সূরা আহযাবঃ ৬৭-৬৮)

জাহান্নামীরা জাহান্নামে জ্বলতে জ্বলতে অসহ্য হয়ে যাবে। তখন চিৎকার করে বলতে থাকবেঃ

ربـــنا ارنا الذيـــن اضلـــنا من الجـــن والانـــس

نـــجعلهما تحـــت اقـــدامنا ليـــكون من الاســـفـــلين

"হে পরোয়ারদেগার! সেই জ্বিন ও মানুষদেরকে আমাদের সামনে এনে দাও, যারা আমাদেরকে গোমরাহ্ করেছিলো। আমরা তাদেরকে আমাদের পায়ের তলায় রেখে দলিত মথিত করবো, যেনো তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়।" –(সূরা হা-মীম-আস সিজদাহ ঃ ২৯)

জাহান্নামীদের অনুভূতি তীব্র হবে। তারা তাদের ভুল বুঝতে পারবে এবং সেদিন বুঝবে অন্ধভাবে নেতাদের অনুসরণ করা কতো বড়ো ভ্রান্তনীতি ছিলো। আল্লাহ বলেনঃ

تالله ان كـــنا لـــفى ضلل مبـــين اذنسويكم برب العـــلمين

"আর এই বিভ্রান্ত লোকেরা নিজেদের নেতাদেরকে লক্ষ্য করে বলবে] আল্লাহর কসম! আমরা তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলাম, যখন তোমাদেরকে রাব্বুল আলামীনের মর্যাদা দিচ্ছিলাম।"(সূরা শুয়ারাঃ ৯৭-৯৮)

সূরা বাকারায় বলা হয়েছে ঃ

যখন জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে তখন এসব নেতা ও প্রধান ব্যক্তিরা দুনিয়ায় যাদের অনুসরণ করা হতো, (তারা) তাদের অনুসারীদের সাথে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করতে থাকবে কিন্তু তবুও শাস্তি তারা পাবেই। এবং তাদের সমস্ত উপায় উপকরণের ধারা ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যেসব লোক দুনিয়ায় তাদের অনুসারী ছিলো, তারা বলতে থাকবেঃ "হায়! যদি আমাদেরকে আরেকবার সুযোগ দেয়া হতো, তবে এরা আজ যেভাবে আমাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে, তেমনি আমরাও এদের সাথে

সম্পর্কচ্ছেদ করে দেখিয়ে দিতাম। এভাবেই দুনিয়ায় এরা যে সমস্ত কাজ করেছে সেগুলো আল্লাহ্ তাদের সামনে এমনভাবে উপস্থিত করবেন যাতে তারা কেবল দুঃখ ও আক্ষেপই করতে থাকবে। কিন্তু জাহান্নামের আগুন থেকে বের হবার কোন পথই তারা খুঁজে পাবে না।"

(সূরা আল বাকারাহঃ ১৬৬-১৬৭)

জাহান্নামীদের প্রতি শয়তানদের ভাষণ

মজার ব্যাপার হচ্ছে, জাহান্নামীরা তাদের জাহান্নামে যাবার ব্যাপারে নিজেদের নেতা, বাপ-দাদা এবং শয়তানের উপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করবে। নিজেদের কৃতকর্মের ব্যাপারে ধৃত হলেও তারা অপরের কাঁধে দোষ চাপানোর চেষ্টা করবে। উদ্দেশ্য. একটিই। তা হচ্ছে সামান্য হলেও আল্লাহর করুণা দৃষ্টি লাভ করা। তখন শয়তান নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য নিম্নোক্ত ভাষণটি জাহান্নামীদেরকে উদ্দেশ্যে প্রদান করবে। সে ভাষণটি আল্লাহ সূরা ইব্রাহীমে হুবুহু তুলে ধরেছেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

"যখন চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়া হবে, তখন শয়তান বলবেঃ আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন,তা সবই সত্য ছিলো। আর আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু তার একটিও আমি পূরণ করিনি। তোমাদের উপর আমারতো কোন জোর জবরদস্তি ছিলোনা। আমি কেবলমাত্র তোমাদেরকে আহবান করেছি আর অমনি তোমরা সে আহবানে সাড়া দিয়েছো। কাজেই এখন আর আমাকে দোষ দিওনা। তিরস্কার করোনা। বরং নিজেকে নিজে দোষ দাও, তিরস্কার করো। আজ আমি তোমাদেরকে উদ্ধার করতে যেমন অপরাগ ঠিক তোমরাও আমাকে উদ্ধার করতে তেমন অপরাগ। ইতিপূর্বে তোমরা আমাকে আল্লাহর সাথে শরীক করেছিলে, আজ আমি তার দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করছি। বস্তুতঃ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিতো জালিমদের জন্যই নির্দিষ্ট।"

(সূরা ইব্রাহীমঃ ২২)

"যে ব্যক্তি রহমানের স্মরণ হইতে গাফিল হইয়া জীবন-যাপন করিবে আমরা তাহার উপর এক শয়তান চাপাইয়া দিই, উহা তাহার সঙ্গী-সাথী হইয়া যায়।" -(সূরা যুখরুফ ঃ ৩৬)

وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون

"এই শয়তানেরা এই লোকদিগকে হেদায়াতের আসিতে বাধা দেয়। আর তাহারা নিজেরা মনে করে যে, আমরা ঠিক পথেই চলিতেছি।"

-(সূরা যুখরুফ ঃ ৩৭)

حتى اذا جاءنا قال يليت بينى وبينك بعد المشرقين فبئس القرين

"শেষ পর্যন্ত এই ব্যক্তি যখন আমাদের নিকট পৌছিবে। তখন নিজের শয়তানকে বলিবেঃ হায়, তোর ও আমার মাঝে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব হইত! তুই তো নিকৃষ্টতম সাথী প্রমাণিত হইলি!" (সূরা যুখরুফঃ ৩৮)

ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم فى العذاب مشتركون

তখন সেই লোকদিগকে বলা হইবে- "তোমরা যখন যুলুম করিয়াই বসিয়াছ, তখন আজ তোমার ও তোমাদের শয়তানদের একই আযাবে নিমজ্জিত হওয়া তোমাদের জন্য কোন কল্যাণ দিতে পারিবে না।"-

(সূরা যুখরুফ ঃ ৩৯)

"তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলেঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করি।" -

(সূরা হাশর ঃ ১৬)

সেখানে সবর করা না করা সমান হবে

"যেদিন তাদেরকে ধাক্কা মেরে মেরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তাদেরকে বলা হবে এই সে আগুন যাকে তোমরা ভিত্তিহীন গুজব মনে করেছিলে। এবার বলো, এটা কি জাদু? না তোমরা কিছুই দেখোনা? এবার যাও এর মধ্যে ভষ্ম হতে থাকো। এখন তোমরা ধৈর্য ধারণ করো বা না করো, সবই তোমাদের জন্য সমান। তোমাদেরকে সে রকম প্রতিফলই দেয়া হচ্ছে যা তোমরা আমল করেছো।"-(সূরা তুর ঃ ১৩-১৬)

সূরা হাদীদে বলা হয়েছে ঃ

فاليوم لايؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ط ماوكم النار ط هى مولكم ط وبئس المصير .

(যখন ফেরেশতাগণ জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে, তখন বলবেঃ)

"আজ তোমাদের নিকট হতে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না এবং যারা পৃথিবীতে (প্রকাশ্য দাম্ভিকতার সাথে আল্লাহর আয়াতগুলো) অস্বীকার করেছিলে, (তাদেরকেও বিনিময় নিয়ে মুক্তি দেয়া হবে না। উপরন্ত বলা হবে) তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সে জাহান্নামই তোমাদের খোঁজখবর গ্রহণকারী অভিভাবক। কতো নিকৃষ্ট পরিণতি।" -(সূরা আল-হাদীদ ঃ ১৫)

সত্যি কথা বলতে কি, সেখান হতে বের হওয়া তো দূরের কথা একমাত্র জাহান্নাম ছাড়া অন্য কোন বন্ধু অভিভাবক কিংবা সাহায্যকারীও পাবে না।

কাজেই সেখানে ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক, শাস্তি গ্রহণ করতেই হবে। এমন শাস্তি দেয়া হবে যে, ধৈর্য্য ধারণের প্রশ্নই উঠে না। তাই বলে ধৈর্য্য না ধরে জাহান্নামীদের কোন উপায় ও অবশিষ্ট থাকবে না।

জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক মালিকের নিকট অনুনয় বিনয়

জাহান্নামীরা যখন শাস্তি ভোগ করতে করতে অতিষ্ট হয়ে যাবে তখন জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক মালিক ফেরেশতাকে অনুনয় বিনয় করে বলবেঃ

ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب

"তোমাদের রব্বকে বলো, তিনি যেনো আমাদের শাস্তিকে একটু কম করে দেন।"–(সূরা মুমিনুন ঃ ৪৯)

প্রতি উত্তরে বলা হবে ঃ

فادعوا ج وما دعؤا الكفرين الا فى ضلل

"তোমরা অনুনয় বিনয় করতে পারো কিন্তু কাফিরদের জন্য তা নিস্ফল।"

তারা আবার অনুরোধ করবেঃ

يا مالك ليقض علينا ربك

"হে মালিক! তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট ফরিয়াদ করো, তিনি যেন আমাদের মৃত্যু দিয়ে দেন।"

মালিক ফেরেশতা উত্তর দেবে ঃ

انكم ماكثون

"তোমাদেরকে সর্বদা এখানেই থাকতে হবে। (তোমাদের মৃত্যু হবে না)"

জাহান্নামীদের শেষ প্রচেষ্টা

অবশেষে জাহান্নামীরা হতাশ হয়ে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর নিকট ধারণা দেবে। ফরিয়াদ করবে ঃ

ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا

منها فان عدنا فانا ظلمون

"হে আমাদের প্রভূ! আমাদের দুর্ভোগে পেয়ে বসেছিলো এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত এক সম্প্রদায়। হে আমাদের প্রতিপালক! এ অসহনীয় যন্ত্রণা থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করো। এরপর আমরা যদি পুণরায় সত্য প্রত্যাখ্যান করি তবে অবশ্যই জালিমদের অন্তর্ভূক্ত হবো।"- (সূরা মুমিনুন ঃ ১০৬-১০৭)

তখন আল্লাহ তাদেরকে ধমক দিয়ে বলবেন ঃ

اخسئوا فيها ولا تكلمون

"তোমরা এ লাঞ্ছনা গঞ্জনার মধ্যেই থাকো, আমার সাথে আর কোন কথা বলবে না।"–(সূরা মুমিনুন ঃ ১০৮)

এ জবাবের পর জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে এবং জাহান্নামীরা সেখানে যন্ত্রণায় ছঁটফট করতে থাকবে।

বইটিতে কোরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা জাহান্নামের যে চিত্র বর্ণনা করেছি সেই জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য আমাদেরকে সর্বপ্রথম জানতে হবে ইসলাম, মুসলিম ও ইবাদত কি? আর শিরক, কুফর কাকে বলে এবং কিভাবে শিরক কুফর থেকে বেঁচে থাকা যায়। কারণ একজন মুসলিম যদি শিরক করে কুফরীতে নিপতিত হয় তবে তার সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে তার জন্য জান্নাত হারাম হবে এবং তাকে কখনও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না। সূরা মুমিনুনের ১০৬ – ১০৮ নং আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের সাথে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকতে হবে। আর ইসলাম, মুসলিম ও ইবাদত, শিরক, কুফর সমন্ধে জানতে পরবর্তী বইটি সংগ্রহ করুন যার নাম **'তাগুত'**।

হে আল্লাহ ইসলাম দ্বারা আমাদেরকে দন্ডায়মান অবস্থায় হেফাজত করুন, ইসলাম দ্বারা আমাদের বসা অবস্থায় হেফাজত করুন, ইসলাম দ্বারা আমাদেরকে রুকু অবস্থায় এবং সেজদারত অবস্থায় হেফাজত করুন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين